প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) দেশব্যাপী নির্বাচিত মন্দির প্রাঙ্গণে সু-সংঘঠিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা।

খ) দেশব্যাপী মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৬ বছর বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ) প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং প্রাক-প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি নিশ্চিত করা।

ঘ) মন্দিরভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক (পুরুষ, মহিলা উভয়) নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করা, তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা।

ঙ) দেশব্যাপী মন্দিরভিত্তিক গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের যথার্থভাবে সচেতন করে গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান এবং গীতাজ্ঞানে আলোকিত করার মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণ করা।

চ) নতুন প্রজন্ম এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক নৈতিক শৃংখলা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে উন্নতি সাধন করা যা দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

ছ) নারীর ক্ষমতায়নকে উন্নত করা/বিকাশ সাধন করা, ৮০% এর চেয়ে বেশি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয় যা তাদের আয়ের উৎসের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান শক্তিশালী করছে এবং পরিশেষে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করছে।

জ) এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬৪ জেলা অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে ৩২২ জন তরুণ-তরুণীর পূর্ণ মেয়াদে কর্মসংস্থান হয় এবং ৬৫৭৮ জন ব্যক্তি (৮০% এর উপরে মহিলা) খন্ডকালীন শিক্ষক এবং কনটিনজেন্ট কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ পায় যা সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ভিশন-২০২১ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।